বাপ্তিস্মের অর্থ ও গুরুত্ব

(Meaning & Importance of Baptism)

কলসীয় ২ অধ্যায় ১১-১৫ পদ

যীশু খ্রীস্ট স্বয়ং তাঁর মণ্ডলীকে যে দুটি সংস্কার পালন করতে সরাসরি আদেশ দিয়ে গেছেন, সে দুটি হল, বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ। আজ আমরা আমাদের মণ্ডলীতে তাঁর আদেশ পালন করে বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ, দুটি অনুষ্ঠানই পালন করতে চলেছি। কিন্তু এই দুটি ধর্মীয় সংস্কার বা রীতি আমরা যখন পালন করি, তখন তাদের অর্থ এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করে তা পালন করা প্রয়োজন। আজ আমি আপনাদের কাছে বাপ্তিস্মের অর্থ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চলেছি।

খ্রীস্টবিশ্বাসকে যদিও ধর্ম বলা হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে, এ হল একটি সম্পর্ক *(relationship)*। এই সম্পর্কের এক পক্ষ হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, আর অন্য পক্ষ হলাম আমরা, যারা তাঁকে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর সন্তান হয়েছি। এই সম্পর্ককে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য জীবনের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এখন দাম্পত্য জীবনের শুরু যেমন বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে, যার চিহ্ন হিসাবে আংটি বদল বা মালা বদল করা হয়ে থাকে; ঠিক তেমনই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্কের শুরুকে যে চিহ্ন বা প্রতীকের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তা হল বাপ্তিস্ম। অন্যদিকে, দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ক্রমশ সহভাগিতা যেমন একে অন্যকে ভালোবাসার স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রকাশ পায়, যার চিহ্ন বা প্রতীক হিসাবে সেবা বা উপহারকে আমরা দেখতে পাই; ঠিক তেমনই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্রমশ সহভাগিতা যে চিহ্ন বা প্রতীকের দ্বারা প্রকাশ পায়, তা হল, প্রভুর ভোজ। বাপ্তিস্মের দ্বারা খ্রীস্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থানের সঙ্গে আমাদের ঐক্য সাধিত হয়; এবং সেই ঐক্যের বাহ্যিক প্রকাশ তথা প্রভুর সঙ্গে ধারাবাহিক সহভাগিতা প্রভুর ভোজের দ্বারা প্রকাশ পায়। আর তাই এই দুটি সংস্কার কেবল পালন করার বিষয় নয়, কিন্তু তা খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে ও প্রভুতে আনন্দ করতে, অনুগ্রহের উপায় হিসাবে কাজ করে থাকে।

ক) বাপ্তিস্মের গুরুত্ব *(Importance of Baptism)*

এমন অনেক মণ্ডলী আছে, যেখানে বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন চিন্তাকে আমরা দেখতে পাই যে, ‘‘প্রায় নিখুঁত খ্রীস্টবিশ্বাসীরাই’’ কেবল বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারে। তারা বাপ্তিস্মের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, সাধারণ খ্রীস্টবিশ্বাসী, যে তার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন পাপ করে থাকে, তাকে বাপ্তিস্ম দানে আগ্রহী নয়। তাদের চিন্তানুসারে, বাপ্তিস্মকে যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করাই ভালো।

আবার, এমনও অনেক মণ্ডলী আছে, যারা বাপ্তিস্মের প্রতি খুবই সামান্য গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তারা এমন কথা বলে থাকে, ‘‘যখন আপনি যথেষ্ট বয়স্ক হবেন,’’ তখন এই রীতি পালন করতে পারেন, কিংবা বাপ্তিস্ম তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তাই তাকে প্রত্যেক বিশ্বাসীর নিজের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা এই দুই দলের মণ্ডলীর ন্যায় একই ভুল করতে পারি: হয় খুব সামান্য গুরুত্ব দিই, নয় অত্যধিক গুরুত্ব দিই। তা করার দ্বারা আমরা বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে স্বয়ং যীশুর দেওয়া আদেশের সৌন্দর্য ও মহত্বকে হারিয়ে ফেলি, যে আদেশ বিগত দুই হাজার বৎসর ধরে মণ্ডলী পালন করে এসেছে। তাই, এই ভুল থেকে নিজেদের দূরে রাখতে, আমাদের প্রয়োজন বাপ্তিস্মের অর্থ সম্বন্ধে বাইবেলভিত্তিক সঠিক উপলব্ধি।

খ) বাপ্তিস্মের অর্থ *(Meaning of Baptism)*

প্রাথমিক অর্থে, বাপ্তিস্ম হল একটি চিহ্ন *(sign)* এবং একটি মুদ্রাঙ্ক *(seal)*। ওয়েস্টমিন্‌স্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছে, *“বাপ্তিস্ম হল জীবনের নতুনতায় পথ চলার জন্য, যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে, খ্রীস্টের সঙ্গে বিশ্বাসীর যুক্ত হওয়া, নতুন জন্ম লাভ করা, পাপ থেকে মুক্ত হওয়া, ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হওয়ার অনুগ্রহের চুক্তির চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক’’*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(WCF 28.1)। আমরা জানি যে, চিহ্নের দ্বারা সর্বদা মহত্তর বাস্তব বা ধারণাকে নির্দেশ করা হয়। তাই, বাপ্তিস্ম নামক চিহ্নের দ্বারা যে মহত্তর বাস্তব বা ধারণাকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তা হল, সুসমাচার। তাই, মণ্ডলীতে যখন বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান পালিত হয়, তখন তার দ্বারা যীশু খ্রীস্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের পক্ষে সাক্ষ্যদান করা হয়ে থাকে, এবং খ্রীস্ট আমাদের পরিবর্তে যে কার্য সাধন করার দ্বারা আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, তাকে চিহ্নত করা হয়।

কিন্তু বাপ্তিস্ম কেবল চিহ্ন নয়, এটি একটি মুদ্রাঙ্কও বটে। **চিহ্ন হিসাবে** বাপ্তিস্ম আমাদের দৃষ্টি যীশু খ্রীস্টের প্রতি আকর্ষিত করে, এবং তিনি আমাদের প্রতি কত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে, **মুদ্রাঙ্ক হিসাবে** বাপ্তিস্ম আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে, বিশ্বাসী আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও প্রতিজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। প্রাচীনকালে দাসদের উপর প্রভুদের অধিকার যেমন শরীরে বিভিন্ন চিহ্নের *(tattoos)* দ্বারা প্রকাশ করা হত, ঠিক একইভাবে, বিশ্বাসী আমাদেরকে ঈশ্বর বাপ্তিস্মের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করে থাকেন। কোনও রাজা, শাসনকর্তা বা সরকার যখন কোনও বিজ্ঞপ্তি তার প্রজাদের কাছে পাঠায়, তখন সেই বিজ্ঞপ্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য যেমন তা সীলমোহর বহন করে থাকে; ঠিক তেমনই বাপ্তিস্মে স্বয়ং ঈশ্বর বাপ্তাইজিত ব্যক্তির উপর তাঁর মুদ্রাঙ্ক বা সীলমোহর দিয়ে থাকেন। নিজের পাপের বিষয় অনুতপ্ত ও যীশুতে বিশ্বাস স্বীকারকারী খ্রীস্টবিশ্বাসী তার বাপ্তিস্মে স্বর্গীয় অধিকারের সীল বা মুদ্রাঙ্ক লাভ করে। আর তাই, বাপ্তিস্মের সময় ঈশ্বর আমাদের প্রতি এমন কথা বলে থাকেন, *"এই চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্কের দ্বারা আমি ঘোষণা করছি যে, এ আমার।"*

গ) বাপ্তিস্মের মহত্ব *(Greatness of Baptism)*

বাপ্তিস্মের দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয় চিহ্নিত হয় বা মুদ্রাঙ্কিত হয়, তা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরা বাপ্তিস্মের মহত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করে থাকি। কারণ খ্রীস্টেতে বিশ্বাসী আমরা যে সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করে থাকি, তা বাপ্তিস্মের দ্বারা চিহ্নত বা মুদ্রাঙ্কিত হয়ে থাকে।

১। খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত *(Christ's Atonement)* : তাঁর সন্তান আমাদের জন্য খ্রীস্ট যে কাজ সম্পন্ন করেছেন, বাপ্তিস্ম তাকে দৃশ্যগ্রাহ্য উপায়ে চিত্রিত করে থাকে। যেহেতু খ্রীস্টের কাজের কেন্দ্রীয় বিষয় হল আমাদের পাপ থেকে মুক্তি, সেইহেতু বাপ্তিস্মের দ্বারা এই সত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে।

কলসীয় ২:১৩-১৫ পদে বলা হয়েছে, খ্রীস্ট তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা আমাদের সমস্ত অপরাধ থেকে (১৩ পদ), বিধানের দায়বদ্ধতা থেকে (১৪ পদ) এবং সমস্ত অধিপত্য ও কর্তৃত্ব থেকে (১৫ পদ) মুক্ত করেছেন। এই সত্য বাপ্তিস্মের দ্বারা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়।

বাপ্তিস্মের সময় আমাদের জন্য আমাদের প্রভু যে বাপ্তিস্মকে গ্রহণ করেছেন, তা আমরা স্মরণ করে থাকি। প্রভু বলেছেন, ***"কিন্তু আমাকে এক বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হতে হবে, আর তা যাবৎ সিদ্ধ না হয়, আমি কত না সঙ্কুচিত হচ্ছি"*** (লূক ১২:৫০)। যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিষ্যরা তাঁর রাজ্যে তাঁর সিংহাসনের পাশে নিজেদের আসন আকাঙ্ক্ষা করেছিল, যীশু তখন এমন কথা বলে তাদের নম্র করেছিলেন, ***"তোমরা কী যাচনা করছ, তা বোঝো না। আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার, এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হতে পার?"*** (মার্ক ১০:৩৮)। যীশু যে পানপাত্রে পান করেছিলেন, তা হল আমাদের পাপের বিরুদ্ধে পিতা ঈশ্বরের ক্রোধের পানপাত্র। আর যে বাপ্তিস্মে তিনি বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন, তা হল ক্রুশীয় বাপ্তিস্ম, যার দ্বারা তিনি তাঁর সন্তান আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছেন (১যোহন ২:২)।

আর তাই, বাপ্তিস্ম মণ্ডলীকে ও তার প্রত্যেক বিশ্বাসীকে যীশুর ক্রুশকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে যীশু আমাদের সমস্ত পাপ নিয়ে ক্রুশে লটকে দিয়েছেন, এবং যেখানে যীশুর বিজয় আমাদের বিজয় হয়েছে। বাপ্তিস্ম আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের পাপের বিচার বা শাস্তি খ্রীস্ট স্বয়ং ভোগ করেছেন, এবং

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির সম্পর্কে সম্মিলিত করেছেন।

২। **খ্রীস্টের সঙ্গে ঐক্য** *(Union with Christ)* : বাপ্তিস্ম যে দ্বিতীয় বিষয়টিকে উপস্থাপিত করে, তা হল, খ্রীস্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানে যীশুর সঙ্গে পাপীর আত্মিক ঐক্য। রোমীয় ৬:১-৫ পদে পৌল এই সত্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। যখন যীশু মারা গেছেন, তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে মারা গেছি। যখন তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন, তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছি। আবার, তিনি যখন পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছি। যেহেতু বিশ্বাসে আমরা খ্রীস্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, সেইহেতু আমরা খ্রীস্টের জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের উপকার বা আশীর্বাদ লাভ করে থাকি। বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা প্রতিনিধি হয়ে, যীশু খ্রীস্ট যে সমস্ত কাজ সাধন করেছেন, সেই সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করি। সেই আধ্যাত্মিক বাস্তব বাপ্তিস্মের দ্বারা চিত্রিত হয়ে থাকে।

খ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের এই দৃঢ় ঐক্যকে বিবাহের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব। বর হিসাবে ঈশ্বর আমাদের মনোনীত করেছেন, পণ দিয়েছেন, এবং আমাদেরকে বিবাহের আংটি দিয়েছেন, যেন সবাই জানে যে আমরা তাঁর। এমনকী, তিনি আমাদের জন্য তা করেছেন, যেন আমরা নিজেরা জানি যে, আমরা তাঁর। তাই বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান এই নিশ্চয়তা দেয় যে, আমাদের জন্য তাঁর প্রেম কোনও স্বপ্ন নয়, কিন্তু বাস্তব। পরস্পরের মধ্যে প্রতিজ্ঞা বিনিময়ের দ্বারা বাপ্তিস্মে বর হিসাবে খ্রীস্ট ও কনে হিসাবে মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য সম্পাদিত হয়।

৩। **মণ্ডলীর সঙ্গে ঐক্য** *(Union with Church)* : কেবল খ্রীস্টের সঙ্গে নয়, বিশ্বাসীর সঙ্গে খ্রীস্টের দেহ তথা মণ্ডলীর ঐক্যকেও বাপ্তিস্ম চিত্রিত করে থাকে। বিশ্বাস এবং পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে খ্রীস্টের সঙ্গে যুক্ত হবার পর, সেই একই আত্মার দ্বারা আমরা ***"এক দেহ হবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হয়েছি"*** (১করিন্থীয় ১২:১৩)। ইফিষীয় ৪:৪-৬ পদে, পৌল এই সত্যকে এইভাবে প্রকাশ করেছে, ***"দেহ এক, এবং আত্মা এক; যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে, ও সকলের অন্তরে আছেন।"***

বাপ্তাইজিত বিশ্বাসীরা স্বীকার করে যে, তারা বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীস্টের দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, খ্রীস্টের সঙ্গে বিশ্বাসীর ঐক্য খ্রীস্টের সন্তানদের সঙ্গে বিশ্বাসীর ঐক্যকে প্রকাশ করে থাকে, আর তাই বাপ্তিস্মের পর বাপ্তাইজিত ব্যক্তিকে তার অঙ্গীকার অনুসারে মণ্ডলীর সদস্য/সদস্যা হিসাবে স্বীকার ও ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

আমরা জানি যে, যখন কোনও দম্পতি সন্তান লাভ করে, তখন তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা এসে পরিবারে একটি শিশুর সংযুক্তির প্রতি তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকে। ঠিক তেমনই, যখন কোনও বিশ্বাসী বাপ্তিস্মের চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক লাভ করে, তখন সে ঈশ্বরের পরিবার তথা মণ্ডলীর অংশ হয়ে থাকে। তখন থেকে সে সেই পরিবারের সদস্য/সদস্যা হিসাবে সমস্ত অধিকার ভোগ করতে ও দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হয়।

৪। **ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত** *(Consecration to God)* : বাপ্তিস্মে আমরা আমাদের পরিত্রাণের ঈশ্বরের আরাধনা ও সেবার জন্য পৃথকীকৃত হয়ে থাকি। তাই, বাপ্তিস্মের দ্বারা যে সত্যকে চিত্রিত করা হয়, তা হল, জগৎ থেকে আমাদের পৃথক করা হয়েছে, এবং ঈশ্বরের অধিকার হিসাবে আমাদের মুদ্রাঙ্কিত করা হয়েছে। আর তাই, বাপ্তিস্মের কথা বলতে গিয়ে প্রেরিত পৌল অনেক সময় নৈতিক জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেছে। উদাহরণস্বরপ, **কলসীয় ২:১১-১২** এবং **রোমীয় ৬:১১-১৪**।

যেহেতু খ্রীস্টে বিশ্বাস এবং আত্মার কাজের দ্বারা আমাদের জীবন খ্রীস্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আমরা "ত্বকছেদপ্রাপ্ত" জীবন যাপন করতে বাধ্য এবং "পাপপূর্ণ প্রকৃতি (মাংসের দেহ)" পরিত্যাগ করতে বাধ্য (কলসীয় ২:১১)। আমরা

নিজেদেরকে পাপের বিষয় মৃত, কিন্তু খ্রীস্ট যীশুতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত গণনা করতে বাধ্য (রোমীয় ৬:১১), এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য (রোমীয় ৬:১৩)। যেহেতু আমরা খ্রীস্টের সঙ্গে মরেছি, সেইহেতু পাপ আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। অধার্মিকতার উৎপীড়ন থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। আমরা আর পাপের দাস নই (রোমীয় ৬:৬) কিন্তু খ্রীস্টই আমাদের নতুন প্রভু।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, বাপ্তিস্ম হল সেই ঘটনা, যেখানে বাপ্তাইজিত ব্যক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর ঘোষণা করে থাকেন, *"তুমি আমার। আমি তোমাকে নতুন করেছি। তুমি আমার জন্য জীবন যাপন করবে, যেহেতু আমি তোমার মধ্যে বাস করব।''*

ঘ) শিশু বাপ্তিস্ম *(Infant Baptism)*

এখন, বাইবেল আরও শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বাসীদের শিশু সন্তানদেরও মণ্ডলী বপ্তাইজিত করবে। ঈশ্বর তাঁর প্রজা বা সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহের যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা যীশু খ্রীস্টেতে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং বাপ্তিস্ম হল সেই প্রতিজ্ঞার নির্দেশকারী ও নিশ্চয়তাদানকারী নতুন-চুক্তির চিহ্ন। পুরাতন ও নতুন, উভয় নিয়মেই, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের সঙ্গে এবং তাদের সন্তানদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছেন; এবং সেই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে চিহ্নকে যুক্ত করেছেন। তাই, পুরাতন নিয়মে তাঁর পরিবারে সংযুক্তির সূচনার চিহ্ন হিসাবে তিনি যে ত্বকছেদকে দিয়েছিলেন, তা বিশ্বাসী ও তার সন্তানদের প্রতি প্রয়োগ করতে তিনি আদেশ করেছেন (আদি ১৭:৭)। ঠিক একইভাবে, নতুন নিয়মে তাঁর পরিবারে সংযুক্তির সূচনার চিহ্ন হিসাবে বাপ্তিস্মকে বিশ্বাসী ও তাদের সন্তানদের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে। এইজন্য, বিশ্বাসী ও তার সন্তান, উভয়েই মণ্ডলীর সদস্য।

ঙ) বাপ্তিস্ম ও নতুন জন্মের মধ্যে সম্পর্ক *(Baptismal Regeneration)*

কিছু কিছু মণ্ডলী (রোমীয়, প্রাচ্যের গোঁড়ামি, উচু অংলিক্যান, লুথারেন, প্রভৃতি) শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, বাপ্তিস্ম নতুন জন্মের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, তাই যখন সঠিকভাবে বাপ্তিস্ম পালন করা হয় তখন এর দ্বারা নতুন-জন্মের অনুগ্রহ সার্থকভাবে প্রদত্ত হয়ে থাকে। এ কথা সত্য নয়। আমরা যদিও বাপ্তিস্মের গুরুত্বকে স্বীকার করি কিংবা এই সংস্কার পালনে প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসীর দায়িত্বকেও স্বীকার করি; তথাপি এর দ্বারা নতুন জন্মের অনুগ্রহ লাভকে স্বীকার করি না। বাইবেল স্পষ্টভাবে আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, বাপ্তিস্ম যদিও নতুন জন্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন আশীর্বাদকে চিহ্নিত করে ও নিশ্চিত করে, কিন্তু বাপ্তিস্ম কখনও ঐ সমস্ত আশীর্বাদ দান করতে পারে না। **রোমীয় ৪:১-১২** পদে, বিষয়টিকে পৌল পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। অব্রাহাম ত্বকছেদের দ্বারা ধার্মিকগণিত হয়নি, কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারাই হয়েছিল, যা তার ত্বকছেদের পূর্বে ঘটেছিল। প্রথমে অব্রাহাম বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকগণিত হয়েছিল (আদি ১৫ অধ্যায়), তারপর ঈশ্বর অব্রাহামের ধার্মিকগণনাকে নিশ্চিতকরার জন্য চুক্তির চিহ্ন হিসাবে ত্বকছেদ দিয়েছিলেন (১৭ অধ্যায়)। ঠিক একইভাবে, বাহ্যিকভাবে বাপ্তাইজিত হবার দ্বারা কেউ নতুন-জন্ম পেতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের নতুন-জন্ম দিয়ে থাকে.

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com